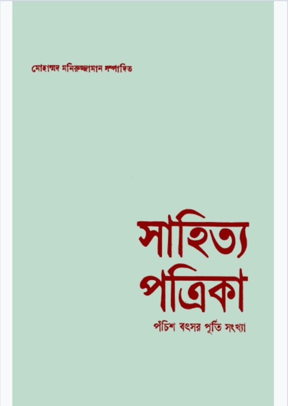

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্য পত্রিকার পঁচিশ বৎসর

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.10
Pages	173-208
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকার পঁচিশ বৎসর

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হল। পঁচিশ বৎসর খুব দীর্ঘকাল হয়ত নয় তবু একটি গবেষণা পত্রিকার ক্ষেত্রে পঁচিশ বৎসর-পূর্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই পঁচিশ বৎসর অবশ্য অবিরাম ছিল না; একাধিকবার ছেদ পড়েছে প্রকাশনায়। তা সত্ত্বেও এই পত্রিকা বাংলাদেশের গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত ও আদৃত হয়েছে, এ আমাদের সকলের জন্য আনন্দের ও গৌরবের সংবাদ।

এক

বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে 'সাহিত্য পত্রিকা'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে পথিকৃতের দাবীদার অবশ্য বাংলা একাডেমী। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৬৩, জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে।

বাংলা একাডেমী পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে 'কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বর্ষা ১৩৬৪ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। ইতিমধ্যে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যাটির চারিত্র ছিল মূলতঃ প্রবন্ধ পত্রিকার। 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশের ফলে বাংলায় গবেষণা পত্রিকার যথার্থ উঁচুমান প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম সংখ্যার শুরুতে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শিরোনামে সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই লেখেন—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের এটিই প্রথম উদ্যোগ। আর্থিক সঙ্গতির অভাববশতঃ অতীতে শুধু পত্রিকা কেন, এখানকার কোন গবেষণার ফলই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পূর্বে এ বিভাগের বিবিধ অভাব অভিযোগ সম্পর্কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহীরুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্যে এ বিভাগকে উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য করেন :

১. বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি সাধন ;

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে উপযুক্ত প্রার্থীকে বৃত্তিদান ;

৩. পত্রিকা প্রকাশ এবং

৪. গবেষণা প্রকাশের ব্যবস্থা।

উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করা হলো। অনতিবিলম্বে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-কৃত মধ্যযুগের বাংলা পুথি-সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া কবি নজরুল ইসলামের জীবনী ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে এ বিভাগের একজন কৃতি ছাত্রকে বৃত্তি দান করা হয়েছে এবং বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগারেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

আমার আবেদনক্রমে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহীরুদ্দীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের জন্যে এভাবে অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা করে এ-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত দরদ ও অকুণ্ঠ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম আমাদের পরিকল্পনা অনুমোদন করে আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সে জন্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবক এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এই দুই মনীষীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

'সাহিত্য পত্রিকা', প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হয়। প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৬৪) নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ মুদ্রিত হয় :

চিঠিপত্র ও মতামত

১

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃখ করে বলেন, পাক-বাংলায় সাহিত্যে বাসনা আছে, সাধনা নাই। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' দেখে খুশী হবেন। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখলাম। এর নাম দিয়েছেন বর্ষা সংখ্যা। এ নাম ঠিকই হয়েছে। এ বর্ষার বারি বর্ষণ আমাদের অনাবাদী সাহিত্যজমিন ফুলে ফলে শস্যসম্ভারে ভরে উঠুক এই কামনা করি। এ আয়োজনে যাঁরা শরীক হয়েছেন তাঁদের লেখায় আছে প্রেমিকের দরদ, ধ্যানীর সাধনা, স্রষ্টার স্বপন। তাঁদের আমাদের সাদর অভিনন্দন। তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের নিয়ে কবি আলাওলের ভাষাতেই বলি—

যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।
তাবতে মরম না জানায় কোন জন॥

(অধ্যক্ষ) ইব্রাহিম খাঁ

২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র এক খণ্ড উপহার পাইয়া বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পত্রিকা নানা মৌলিক চিন্তাপ্রসূত রচনায় সমৃদ্ধ ও বাংলা সাহিত্যের অনেক নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। বিশেষত বিদ্যাসুন্দরের যে দুইজন কবির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাংলা কাব্যে বিদ্যা-সুন্দর কাহিনীর প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিয়াছে ও ভারতচন্দ্র যে ধারার শেষ পরিণতি তাহার উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছে। গ্রন্থ দুইখানি খণ্ডিত থাকায় কালী মহিমা

উহাদের মধ্যে কতটুকু অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই, দেবীপ্রশস্তি কতদূর কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা উহা ঠিক কোন পরবর্তী যুগের সংযোজনা এই প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইতে মিলিতে পারিত। মনে হয় যে শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খাঁর কাহিনী মূলতঃ এক, স্থানে স্থানে পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদিগকে দুই-খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা কতদূর সমীচীন তাহাও বিচার্য।

পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে এরূপ একখানি উপাদেয় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী-সমেত বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও বাংলা ভাষাভাষী কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রচুর সাহিত্যের নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কৃত আছে তাহার আবিষ্কার, পরিচয় দান ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাহাদের সার্থক প্রয়োগের দায়িত্ব এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সর্বান্তকরণে আশা করি যে বিশ্ববিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করিয়া একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের পথ সুগম করিবেন।

(ডক্টর) শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। ইহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতি-পয় খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ রহিয়াছে। প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী মাত্রেই পত্রিকাখানি উপভোগ করি-বেন। বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে এই জাতীয় প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমি ইহার বহুল প্রচার ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

(খান বাহাদুর) আবদুর রহমান খাঁ
রেক্টর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা

৪

আপনার পাঠানো সাহিত্য পত্রিকা পেয়েছি। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি, তথাপি যে পত্রিকাখানি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেজন্য আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার Alma mater, সেখানকার কোনো গৌরব বা নূতন উদ্যমের বিষয় জানলে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হয়। ওখানকার বাংলা বিভাগ থেকে ইতিপূর্বে কোনো পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আপনার এ সম্পাদনায় যে নবীন উদ্যমের প্রকাশ হল আমি তার প্রশংসা করি। কাগজখানা বেশ ছাপা হয়েছে, প্রচ্ছদপত্র সুরুচিসম্পন্ন।

ভেতরের প্রবন্ধগুলির মধ্যে আপনার লেখা "বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। যদিও ছাত্রাবস্থায় আমি Phonetics বা Linguistics সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, গত কয়েক বৎসরে ইংরেজী অধ্যাপনার নূতন সমস্যাগুলি

সম্পর্কে চিন্তার সূত্রপাত হলে বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বে আমি আকৃষ্ট হয়েছি ও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছি। বাংলাতে Philological আলোচনা মন্দ হয়নি কিন্তু Phonetic আলোচনা সুষ্ঠুভাবে, বিশদভাবে আপনার এই প্রবন্ধের পূর্বে অন্য কোন প্রবন্ধ বা পুস্তকে আমি পড়েছি বলে মনে হয় না। আমি ইদানীং এসব জায়গার (লণ্ডন, এডিনবরা ও প্যারিস) Phonetics Dept. গুলি পরিদর্শন করে এসেছি বলে আমার মনে হচ্ছে, আপনার লেখায় আধুনিক ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চার ছাপ আছে। আপনার পরিভাষাগুলি (আপনার সৃষ্ট না আগে থেকেই চলতি ছিল?) যথা: dorso-alveolar unvoiced and unaspirated affricate sound প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি খুবই interesting। আপনার কয়েকটি উদাহরণও খুব interesting... পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে যে সব Phonetic peculiarities...আছে এগুলিকে যদি টেপ রেকর্ড দিয়ে ধরে রাখা যায়—হয়তো গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু আর্থিক সহায্য পেলে পরে—বড়ই চমৎকার কাজ হয়। Record গুলি নিয়ে আপনি পরে Classify করুন। দেখে এলাম Scotland Northern Counties of England এ ও-ধরনের কাজ হচ্ছে। U. P. তে খাড়ি বোলি নিয়ে অনুরূপ কাজের পরিকল্পনা চলছে। আপনার প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হলে পড়ার সুযোগ পেলে সুখী হবো।

(ডক্টর) অমলেন্দু বসু
অধ্যক্ষ, ইংরেজী বিভাগ,
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

৫

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞান ও গবেষণার আগার বলিয়া মানুষ স্বাভাবিকভাবে মনীষা ও গবেষণার নিদর্শনই শিক্ষার এই মহাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছ হইতে আশা করিয়া থাকে। দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, সাহিত্য পত্রিকাখানি আমাদের সে আশা বহুলাংশে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পত্রিকাখানির প্রায় প্রত্যেকটি লেখা বেশ জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে পত্রিকাখানি সুস্পষ্ট অগ্রগতির অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
পরিনিয়ন্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৬

আপনার প্রেরিত সাহিত্য পত্রিকা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। পত্রিকাখানি বেশ লাগিল। অনেকগুলি ভাল লেখা একসঙ্গে দেখিবার সুযোগ হইল। আপনার নিজের প্রবন্ধটির মধ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুশীলনের পরিচয় রহিয়াছে। অধ্যাপক হোসায়েন বাংলা অভিধানে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই দরকার। কিছুদিন পূর্বে আমি নিজে 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাংলা অভিধান সম্পর্কে অন্যদিক দিয়াও কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। হোসায়েন সাহেবকৃত আপনার গ্রন্থের সমালোচনার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিকূল কথা থাকিলেও উহা আপনার নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করায় আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। আবদুল করিম সাহেবের মধ্যযুগের বাংলা

পুথিসাহিত্যের বিবরণ প্রকাশের যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। মুসলমানী কেতাব নামে পরিচিত যে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ,
অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা

৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে প্রকাশিত যান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম (বর্ষা) সংখ্যা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। এতে আটটি প্রবন্ধ ও একটি গ্রন্থ পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধটি গভীর পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক। এ ধরনের পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম। এই পত্রিকা লইয়া আমরা নিঃসন্দেহে গর্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা ইহার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার কামনা করি।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
ভূতপূর্ব পরিনিয়ন্তা
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৮

তোমার প্রেরিত সাহিত্য পত্রিকা একখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইহার বহিরাঙ্গগত সৌষ্ঠব উচচ রুচির পরিচায়ক হইয়াছে। ইহাতে যে-সব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের যে বিদ্যাসুন্দরের পুথি দুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আমার বাংলা কাব্যের ইতিহাসের নূতন সংস্করণের আলোচনার ভিত্তি হইবে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'শনিবারের চিঠি'তে সাহিত্য পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় :

> এমন সুসম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত সাহিত্য পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে একটিও প্রকাশিত হয় না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে, তাঁহারা অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ করিবেন।

সাহিত্য পত্রিকার উচচমান প্রশংসিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্য অব্যাহত থাকে। এবং তৃতীয় বর্ষ (১৩৬৬) থেকে পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়ন তহবিল তত্ত্বাবধায়ক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা বর্ষা ১৩৬৬ সংখ্যায় ঐ সমিতির প্রথম কর্মকর্তাদের নামের নিম্নলিখিত তালিকা ছাপা হয় :

সভাপতি

বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান, ভাইস-চ্যান্সেলর

সদস্যবৃন্দ

ডক্টর আবদুল হালিম, ডীন, কলা বিভাগ
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ
জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ
জনাব মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনাব আহমদ শরীফ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সমিতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন হয় :

চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৬৭) :
সভাপতি : ডক্টর মাহমুদ হুসেন, ভাইস-চ্যান্সেলর
সদস্য : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, ডীন, কলা অনুষদ
অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

ষষ্ঠ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৬৯) :
সভাপতি : ডক্টর এম. ও. গনি, ভাইস-চ্যান্সেলর
সদস্যবৃন্দ পূর্ববৎ।

সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যায় (বর্ষা ১৩৭০) :
সদস্য : ডক্টর ডব্লিউ. এইচ. সাদানী, ডীন, কলা অনুষদ
সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

অষ্টম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৭১) :
সদস্য : ডক্টর সিরাজুল হক, ডীন, কলা বিভাগ
সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

দশম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৭৩) :
সদস্য : ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডীন, কলা বিভাগ
সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

দ্বাদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৭৫) :
সদস্য : ডক্টর সিরাজুল হক, ডীন, কলা বিভাগ
সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

১৩৬৪ থেকে ১৩৭৫ প্রথম থেকে দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বৎসর দুই সংখ্যা : বর্ষা ও শীত, মোট ২৪টি সংখ্যা সম্পাদনা করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। এ সময় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা পত্রিকা হিসেবে সাহিত্য পত্রিকা দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়।

১৯৬৯ সালের ৩রা জুন প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ইন্তে-কাল করেন। তাঁর পরলোক গমনের পর বিভাগের অধ্যক্ষ হন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। এ সময় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন ডক্টর আহমদ শরীফ। এর মধ্যে চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা পত্রিকা প্রেসে বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যায় (বর্ষা ১৩৭৬) পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সমিতি নিম্নরূপ ছিল :

সভাপতি : ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গনি, ভাইস-চ্যান্সেলর

সদস্যবৃন্দ : ডক্টর এ. কে. নজমুল করিম, ডীন, কলা বিভাগ
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন
জনাব মুনীর চৌধুরী, অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ
জনাব আহমদ শরীফ

পত্রিকা সম্পাদনা পরিষদ :
জনাব মুনীর চৌধুরী
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম
ডক্টর আহমদ শরীফ, সম্পাদক

পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সমিতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন হয় :

চতুর্দশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (শীত ১৩৭৭)
সভাপতি : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, উপাচার্য
সদস্য : ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, ডীন, কলা বিভাগ
অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশা শহীদ হন। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের অর্থাৎ পঞ্চদশ (১৩৭৮) ও ষোড়শ বর্ষ (১৩৭৯) সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। সপ্তদশ বর্ষ (১৩৮০) থেকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের সম্পাদনায় পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হয়। এবং ঐ সংখ্যা থেকে পূর্বতন রীতি অনুসারে বর্ষা ও শীত সংখ্যা রূপে সাহিত্য পত্রিকা চিহ্নিত হয়নি।

সপ্তদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যায় (১৩৮০) সাহিত্য পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক সমিতি এবং পত্রিকা সম্পাদনা-পরিষদ পুনর্গঠিত হয় :

সভাপতি : ডক্টর আবদুল মতিন চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন
প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর মযহারুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ডক্টর আহমদ শরীফ, ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর আনিসুজ্জামান, অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডক্টর রফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পত্রিকা সম্পাদনা পরিষদ :

ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম
ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
ডক্টর রফিকুল ইসলাম

ত্রয়োদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩৮০) :

সদস্য : ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।
সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পূর্ববৎ।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রথমে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার, পরে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের এবং বাংলা একাডেমীর ও সর্বশেষ পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থ মঞ্জুরী মিলেছে।

অর্থাভাব ও নানাবিধ কারণে সাহিত্য পত্রিকা ক্রমে অনিয়মিত ও ক্ষীণ কলেবর হয়ে পড়ে। এবং নানা কারণে তিন বৎসর, ১৯-২১ বর্ষ, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে, প্রধানতঃ উপাচার্য ডক্টর ফজলুল হালিম চৌধুরীর আগ্রহে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে। পুনর্গঠিত সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হন প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর আহমদ শরীফ ও প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্পাদনা-সহযোগীর দায়িত্ব দেয়া হয় ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেনকে। প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা 'নবপর্যায়ে' ২২শ বর্ষ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

চার

সাহিত্য পত্রিকায়, গবেষণা প্রবন্ধ ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে তা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। তাঁর সম্পাদনার কালেই নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ এই পরিকল্পনাধীনে প্রকাশিত হয় :

১ : ২ ॥ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আলাউল বিরচিত, 'তোহ্‌ফা' (৫৬-১৯৬)
২ : ১ ॥ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি'—লালন শাহ্‌ ফকীরের গান, (৯৭-১৯৮)
২ : ২ ॥ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১২৯-৩০৮)
৩ : ১ ॥ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মুহম্মদ খান বিরচিত, 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ' (৯৭-২৩২)
৩ : ২ ॥ মুনীর চৌধুরী, 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন'(১২৫-২১৪)
৪ : ১ ॥ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' (১১৭-৩০৩)
৫ : ১ ॥ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ' (১৫৩-২৬৮)

৫ : ২ ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র' (১৬৩-৩১২)

৬ : ১ ॥ মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' (১০৯-৭০)

৮ : ২ ॥ আনিসুজ্জামান ও মহাদেব প্রসাদ সাহা, *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets :* James Long (৮৭-২৫০)

৯ : ১ ॥ রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সংকলন

১২ : ২ ॥ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ' [অংশ বিশেষ প্রকাশিত] (২৬-১১৯)

তাছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ প্রবন্ধ বিভিন্ন সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

মুহম্মদ আবদুল হাই : 'ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' ১:১, ১:২, ২:১, ২:২, ৩:১, ৩:২, ৪:১, ৪:২, ৫:১, ৮:১=১০

মুনীর চৌধুরী : 'মীর মানস' ২:১, ৩:২, ৪:২, ৭:১, ৭:২=৫

মুনীর চৌধুরী : 'তুলনামূলক সমালোচনা' ৬:১, ৯:২, ১০:১=৩

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল : 'বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ সঙ্কলন' ৫:২-৯:২=১০

সৈয়দ আলী আহসান : পদ্মাবতী ॥ 'জয়সী ও আলাওল' নামে প্রকাশিত ৬:১, ৬:২ ৭:১, ৯:২, ১০:১, ১০:২, পাদুমাবত ৯:১=৭

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা সাহিত্য ৩:১, ৫:১, ৮:২=৩

সাইয়েদ আবদুল হাই : দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ (Ah-y) ৯:২-১২:২=৮

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব (অনুবাদ : অংশ) ৫:১,-৭:২=৬

মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বারো বৎসরে প্রকাশিত চব্বিশটি সংখ্যায় একত্রে প্রকাশিত ১২টি গ্রন্থ ও পরবর্তীকালে আটটি গ্রন্থভুক্ত ৪২টি প্রবন্ধসহ সর্বমোট ১৬৫টি রচনা মুদ্রিত হয়। এর মধ্যে ২০ টি প্রবন্ধগ্রন্থ পরিচিতিমূলক। সাহিত্য পত্রিকায় প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ৫। এর মধ্যে ৩টি প্রবন্ধের লেখক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ 'বৌদ্ধগানের ভাষা'; প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'কাণুপার কাল নির্ণয়' এবং সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'চর্যাপদের পাঠ আলোচনা'। তিনটি প্রবন্ধেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অসাধারণ মিতভাষী ও প্রাঞ্জল। অপর দুটি প্রবন্ধের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী (চর্যাপদের ভাষা ৭ : ২) এবং নীলিমা ইব্রাহিম (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোহার প্রভাব ৯ : ১)। শেষ প্রবন্ধটির বিবেচ্য বিষয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যই মুখ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ২২। এ ক্ষেত্রে প্রধানভাবে বিবেচিত হয়েছে মুসলিম কবিদের রচনা। ঐ প্রবন্ধসমূহ তাই মূলতঃ পরিচিতিমূলক এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান-সন্ধানী। এ পর্যায়ে সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধের রচয়িতা আহমদ শরীফ। তাঁর সম্পাদিত চারটি গ্রন্থ (আলাউল বিরচিত 'তোহফা' (১ : ২), মুহম্মদ খান বিরচিত সত্যকলি বিবাদসংবাদ (৩ : ১), মুসলিম কবির পদ সাহিত্য (৪ : ১) ও রসুল বিজয় (জয়নুদ্দীন) (৭ : ২) ছাড়াও পাঁচটি প্রবন্ধ ও তিনটি

গ্রন্থপরিচয়মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সাহিত্যের পরিচিতি-মূলক অন্যান্য প্রবন্ধ লেখেন কাজী দীন মুহম্মদ (পদ্মাবতী কাব্যে আলওয়াল ১ : ১), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান গুলে বকাওলী ১ : ২), আলী আহমদ (গোরক্ষ বিজয়ে কবি ফয়জুল্লাহর ভণিতা ৫:২), মমতাজুর রহমান তরফদার (মধুমালতীর কাহিনী ৭:১) ও মুহম্মদ এনামুল হক (শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জলিখা ৮:২)।

মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যায়ে তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োগ করেন সৈয়দ আলী আহসান। জায়সীর পদুমাবৎ ও আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনা করে তিনি ধারাবাহিক ভাবে লেখেন 'জায়সী ও আলাওল' (৬ : ১, ৬:২, ৭:১, ৯:২, ১০:১, ১০:২)। পাঠ ও কবিত্বশক্তির তুলনা ছাড়াও এ সব প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান জায়সীর পদুমাবতের আধুনিক বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের এই তুলনামূলক সমালোচনা প্রবন্ধসমূহ মুনীর চৌধুরীকে আধুনিক সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনায় উৎসাহী করে (দ্র. 'তুলনামূলক সমালোচনা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র)।

মধ্যযুগের সাহিত্য প্রসঙ্গে ১২:২ সংখ্যায় একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লেখেন মমতাজুর রহমান তরফদার (মনঝান ও মুহম্মদ কবীর--তুলনামূলক সমালোচনা)।

মধ্যযুগের অন্যান্য প্রসঙ্গে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাপতি বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ : সতীশচন্দ্র রায় : 'বিদ্যাপতি বিচার' ও মুহম্মদ আবদুল হাই 'বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ'। ষষ্ঠবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ' এবং নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিমানবিহারী মজুমদারের প্রবন্ধ 'পদাবলী সাহিত্যের ভাষা বৈচিত্র্য'।

লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনাসমূহের মধ্যে মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন সংকলিত 'হারামণি : লালন শাহ ফকিরের গান' (২:১), একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। এ ছাড়া এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন 'লালন শাহের জীবন কথা' (১১:১)। বাউল প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন হরেন্দ্র-চন্দ্র পাল (বাউল তত্ত্বের পূর্বাভাষ ১১:২)। ফোকলোর প্রসঙ্গে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন মযহারুল ইসলাম (৯:২, ১০:২, ১২:১)। উল্লেখযোগ্য যে, ফোকলোর বিষয়ে মযহারুল ইসলাম বাংলাভাষায় প্রথম বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আনিসুজ্জামান পুথিসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রথম মূল্যায়ন ও বিস্তারিত আলোচনা করেন দুটি প্রবন্ধে: "সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ" (২:১) এবং "সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য" (২:১)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি ও মূল্যায়ন সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধসমূহের এক প্রধান প্রসঙ্গ। সাহিত্য পত্রিকার প্রথম বার বৎসরে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা ৩০।

এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধের রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'বসন্তকুমারী নাটক : মীর মশাররফ হোসেন' (২:১)। অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সৃজনশীল লেখকের অন্তর-দৃষ্টি ও কৌতূহল মুনীর চৌধুরীর এই প্রবন্ধের ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য যে এই তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ। মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকায় তিনি আরো প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর 'বাংলা আত্মজীবনী ও

মীর মশাররফ হোসেন' (৩:২) একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতুল্য। এ ছাড়া মীরমানস (৪:২), উদাসীন পথিকের মনের কথা (৭:১) ও বিবি কুলসুম (৭:২) মীর মশাররফ হোসেন প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। মীর মশাররফ হোসেন নামাঙ্কিত অপর একটি প্রবন্ধ লেখেন কাজী আবদুল মান্নান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখক' (১২:১)।

সাহিত্য পত্রিকায় সাময়িকপত্রে মুসলিমমানস বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন কাজী আবদুল মান্নান (উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিমমানস ২:২)। এ ছাড়া দুটি প্রবন্ধে তিনি মুসলিম কবিদের আখ্যান কাব্য আলোচনা করেন; "জাতীয় আখ্যান কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি" (৩:২) এবং "মুসলমান কবি রচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য" (৪:১)।

মুসলিম লেখক প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লেখেন দুটি প্রবন্ধ: শেখ ফজলুল করিম ও তাঁর রচনা (৩:১) এবং মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন (৪:২)। তিনি 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (৭:২) প্রবন্ধে ১৮৩১-১৯০০ কাল পরিধিতে মুসলমান সম্পাদিত পত্রপত্রিকার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশিত সংবাদ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করেন।

সাহিত্য পত্রিকায় আমি প্যারীচাঁদ বিষয়ক প্রথম বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করি তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র)। পরবর্তী প্রবন্ধে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও লেখকদের মৌলিক রচনার বিষয়ে ও ভাষায় মুসলিম প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করি (উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ ৫:১)। আমার দীর্ঘ রচনা আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (৫:২) প্রধানতঃ হিন্দু-কাহিনী-কাব্যকারদের রচনায় মুসলিম প্রসঙ্গের প্রথম বিশ্লেষণ। সাহিত্য পত্রিকায় ছন্দ বিষয়ক আলোচনাও আমি সূত্রপাত করি। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম: 'বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (৮:২)।

সাহিত্য পত্রিকায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: অজিতকুমার গুহ রচিত 'রূপপ্রতীকের ধারা' (১:১)। এই বিরল-প্রসূ লেখকের সাহিত্য পত্রিকায় এটিই একমাত্র রচনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ লেখেন শিশিরকুমার ঘোষ (রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ৪:১)। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বৎসরে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক তিনটি প্রবন্ধ (৫:১ বর্ষা ১৩৬৮): রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ, আশুতোষ ভট্টাচার্য; ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ, সারওয়ার মুরশিদ এবং ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, মুহম্মদ আবদুল হাই। হরেন্দ্রচন্দ্র পাল লেখেন রবীন্দ্রসাহিত্যে রসহ্যবাদ (১১:১)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রথম দীর্ঘ আলোচনা করেন সৈয়দ আকরম হোসেন। তাঁর এম. এ. অভিসন্দর্ভ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস; দেশকাল ও শিল্পরূপ'-এর প্রধান অংশ প্রকাশিত হয় দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়।

আধুনিক সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন মুনীর চৌধুরী। তাঁর এ ধরনের প্রথম প্রবন্ধ 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' (৬:১) স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি লেখেন 'জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (৯:২) এবং 'সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া' (১০ : ১)। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর এ সমস্ত প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলা বিভাগের প্রথম সফল পিএইচ. ডি. গবেষক নীলিমা ইব্রাহিমের অভি-সন্দর্ভের একটি পরিচ্ছেদ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদ' শিরোনামে প্রকাশিত হয় (৬:২)।

আধুনিক সাহিত্যের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'উপন্যাসে কালাপাহাড়' (৮:১) ও 'উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য' (১০:১)'; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য সাহিত্য' (৬:১) এবং হাসান হাফিজুর রহমানের 'পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য' (৫ : ২ ও ১০:১) গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্য পত্রিকায় ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করেন সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশ। প্রবন্ধটির শেষাংশ প্রকাশিত হয় পরবর্তী সংখ্যায় (১:২)। এরপর ক্রমান্বয়ে তিনি লেখেন 'বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি' (২:১), 'বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার' (২:২), 'ধ্বনিগুণ' (৩:১), 'বাংলা শব্দ ও অক্ষরভাগ' (৩:২), 'বাংলা ধ্বনি-প্রবাহ' (৪:১ ও ৪:২), 'বাক প্রত্যঙ্গ' (৫:১) ও 'ধ্বনিতরঙ্গ' (৮:১)। এ সব প্রবন্ধই মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ-গ্রন্থ 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে'র প্রধান অংশ রূপে গৃহীত হয়। এ ছাড়া তাঁর 'বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা' (৫:২) একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত তাঁর 'ঢাকাই উপভাষা' (৯:১) বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের রীতিতে রচিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (২:২) একটি পূর্ণাঙ্গ ও অতি মূল্যবান গ্রন্থ। মুহম্মদ শহীদুল্লার দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল এ রচনাটি সংশোধিত রূপে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া মুহম্মদ শহী-দুল্লাহর ভাষাবিষয়ক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব' (২:১)।

বাংলা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কাজী দীন মুহম্মদ রচিত 'বাংলা ক্রিয়া ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ' (৯:১)। ব্যাকরণ বিষয়ক অন্য একটি প্রবন্ধের রচয়িতা আবদুল নইম (ব্যাকরণ বিচিত্রা : ১২:১)।

সাহিত্য পত্রিকায় পরিভাষা বিষয়ক ধারাবাহিক রচনা সাইয়েদ আবদুল হাই-এর 'দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ' (A—Hy ৯:১-১২:২) গ্রন্থের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ঐ সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে হরেন্দ্রচন্দ্র পালের ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ সংকলন' (৫:২-৯:২)। উভয় গ্রন্থই সংকলকদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষরবহ। হরেন্দ্রচন্দ্র পালের গ্রন্থ বাংলা বিভাগ থেকে পরে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়।

সিলেটী লিপি বিষয়ে সাহিত্য পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে : সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'সিলেটের নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য' (৫:১)।

অভিধান প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ প্রথম প্রবন্ধের লেখক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, প্রবন্ধের নাম 'বাংলা অভিধান' (১:১)। দ্বিতীয় প্রবন্ধ আবুল ফজল রচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের শব্দসম্ভার ও তার অভিধান' (৭:২)।

এ ছাড়া বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আনোয়ার পাশা রচিত 'মোহা-মেডান লিটারেরী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা' (১২:১) এবং মোহাম্মদ আবু জাফরের

গ্রন্থ তালিকা সংকলন 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বই' (১১:১ ও ১১:২) ও 'বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই' (১২:১)।

সাহিত্য পত্রিকায় গ্রন্থ-পরিচয়মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন আনিসুজ্জামান, আনোয়ার পাশা, আবদুল করিম, আবদুল মওদুদ, আবদুল হালিম, আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মুনীর চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ এনামুল হক ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় (১৩:১, ১৩:২ ও ১৪:২। ১৪:১ সংখ্যা প্রেসে বিনষ্ট হয়) মোট উনিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে চারটি গ্রন্থ-পরিচয় লিখেছেন মনসুর মুসা ও আবুল কাসেম ফজলুল হক। অন্য পনেরটি প্রবন্ধের মধ্যে বাউল-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন: হরেন্দ্রচন্দ্র পাল (১৩:১) ও এস. এম. লুৎফর রহমান (১৩:২)। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন 'বাংলা সুফী পদাবলী' (১৪:২) প্রসঙ্গে। মোহাম্মদ আলী শেখ লিখেছেন একটি তুলনামূলক বিবেচনা : 'কালি-দাসের অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্ ও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা' (১৩:১)। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার পরিচয় (১৩:১)। গোলাম মুরশিদের 'মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ' এবং 'প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগর মানস' (১৪:২) দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন 'মশাররফ হোসেনের আমার জীবনী' (১৩:২) প্রসঙ্গে এবং ফরিদা প্রধানের প্রবন্ধের নাম 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগর' (৩:২)। মোবাশ্বের আলীর বিবেচ্য বিষয় গ্রীক কবি 'হোমার' (১৪:২)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধ 'এ্যারিস্টটলের কাব্য সমালোচনা' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। সাহিত্য পত্রিকার এই তিন সংখ্যায় ভাষাতত্ত্ববিষয়ক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি রচিত 'গেরাসিম লেবেডেফ' শীর্ষক প্রবন্ধের, সৈয়দ আকরম হোসেন-কৃত টীকা-ভাষ্যসহ অনুবাদ প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকার ১৩:২ সংখ্যায়।

প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত তিন সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় (১৭:১, ১৭:২ ও ১৮:১) প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৮টি প্রবন্ধ, কোন গ্রন্থপরিচয় নেই। মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক ১টি প্রবন্ধ লিখেছেন নীলিমা ইব্রাহিম : 'মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র' (১৮:১)। আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা ১০। এর মধ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে (১৭:১) জগন্নাথ চক্রবর্তী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনটি সুবিন্যস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন মাহমুদা খাতুন (রবীন্দ্র নাথের কৌতুক নাটক ।। ১৭:২), অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ।। ১৭:২) ও আবু জাফর (রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা ।। ১৮:১)। নজরুল সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন রফিকুল ইসলাম : 'নজরুল কাব্যপাঠের ভূমিকা' (১৭:১) ও 'নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার' (১৮:১)। এ ছাড়া দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম (নববাবু বিলাস ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ ।। ১৭:১), ও সৈয়দ মুর্তজা আলী (উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার নাট্য আন্দোলন ।। ১৭:২) আবদুল কাদিরের 'বাংলা সনেট' (১৭:১) একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। এ-ছাড়া ১৭:২ সংখ্যায় সৈয়দ আকরম হোসেন-রচিত 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। 'রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ' (১৭:২) প্রবন্ধে তিনি চমস্কি প্রবর্তিত ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামারের মূলকথা বাংলাভাষায় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'মূলধ্বনিতত্ত্ব' (১৮:১)। অন্যদিকে মনসুর মুসা বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে 'ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন (১৮:১)। মন্মথ রায়ের 'ধাত্রীমাতা' (১০:২) স্মৃতিচারণমূলক এবং নীলিমা ইব্রাহিমের

'ঢাকাই রসিকতা' (১৭:১) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শযুক্ত। 'বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা : সমস্যা ও সম্ভাবনা' (১৮:১) প্রবন্ধে আমি সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপন করতে চেয়েছি; এ ধরনের আলোচনায় সূত্রপাত ঘটেছে এ প্রবন্ধে।

১৯৭৮ থেকে সাহিত্য পত্রিকার নবপর্যায় শুরু হয়েছে একথা বলা যায়। এই সময় এই পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস এই পত্রিকার মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের দায়িত্ব নেয়। ১৯৭৮-৮২ এই চার শিক্ষাবর্ষে সাহিত্য পত্রিকার মোট আটটি সংখ্যা আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ৮টি সংখ্যায় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ৬টি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ এবং ৭টি সংকলিত প্রবন্ধসহ মোট ৫৬টি রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকার ২৫:১ সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পঠন-পাঠনের এবং সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ষাট বৎসর পূর্তি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২৫:২ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকার পঁচিশ বৎসর পূর্তিসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই 'বিশেষ সংখ্যা' গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

সাহিত্যপত্রিকার নবপর্যায়ের প্রতিটি সংখ্যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের উন্নতমানের মুদ্রণ-দক্ষতার পরিচয় বহন করছে।

এই পর্যায়ে সাহিত্য পত্রিকায় নিম্নলিখিত গবেষণাগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয় :

২২:১ ॥ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংকলিত কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত 'হিতজ্ঞানবাণী', পৃ. ৯৭-১২৮।
২২:১ ॥ আহমদ 'ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ', পৃ. ১২৯-১৯৩
২২:২ ॥ মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্যপরিচয়', পৃ. ১-১০৮। (সীমিত সংখ্যক গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত)
২৩:২ ॥ হুমায়ুন আজাদ, 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ', পৃ. ২৩-১৯৬।
২৪:১,২ ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত', পৃ. ৬৯-২২৬ এবং ৬৩-২১৯। (সীমিত সংখ্যক গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত)।
২৫:১ ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস', পৃ. ২৭০-৩৭৩ (সীমিত সংখ্যক গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত)।

এ ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ক ৩টি, আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক ১৪টি, ছন্দ বিষয়ক ৩টি, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ৬টি, লোকসাহিত্য বিষয়ক ১টি, বাউল-প্রাসঙ্গিক ২টি, উপজাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক ১টি, জাতক বিষয়ক ১টি, স্মৃতিকথামূলক ১টি এবং গ্রন্থপরিচয়মূলক ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগ বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই (২২:১ ও ২২:২) যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ। বিশেষ করে শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্যপরিচয়' সম্পাদনায় মুহম্মদ এনামুল হক (২২:২) অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। আহমদ শরীফের ব্রজ-মোহন দাস বিরচিত 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ' গ্রন্থও (২২:১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধ 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য' (২৪:২) এবং 'নাথপন্থ-বাউলপন্থ-সহজপন্থ' (২৫:১) ঐ বিষয়ে নতুন চিন্তার স্পর্শযুক্ত। মযহারুল ইসলামের 'সৈয়দ সুলতান : জন্মস্থান ও সময়' (২৫:১)

নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ আবদুর রহমানের 'সন্দেশ-রাসক' আলোচনাসহ উৎকৃষ্ট অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান (২৫ : ১)। মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মৃগাবতী : পুথি পরিচিতি'ও (২৫:১) একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট প্রবন্ধ।

আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানের 'কবিতার কথা' (২৩:২) লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বহ। 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য : আদিপর্ব' (২২:২) প্রবন্ধে ইতিহাসবোধে জন ভিক্টর বোল্টন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি কম আলোচিত প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আবদুল কাদির তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা', (২৩:১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনটি প্রবন্ধের দুটি লিখেছেন সৈয়দ আকরম হোসেন'—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা' (২২:১) ও 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ' (২৩:১), উভয় প্রবন্ধই সুচিন্তিত ও সুলিখিত। সন্‌জীদা খাতুনের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গীত রূপান্তর' (২২:২) একটি বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ। 'ওমর খৈয়মের জীবন দর্শন ও নজরুলমানসে'র তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন নীলিমা ইব্রাহিম (২২:১)। তিনি 'রোহিণী, বিনোদনী ও কিরণময়ী' প্রবন্ধে (২৫:১) ঐ তিন নারী চরিত্রের আলোকে বঙ্কিম-রবীন্দ্র ও শরৎ-মানস বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উভয় প্রবন্ধই বিশিষ্ট চিন্তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষরবহ। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ। সিদ্দিকুর রহমানের 'প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজ-চিন্তা' (২৩:১) প্রাপ্ত তথ্যের সংগঠন ও বিশ্লেষণের জন্য উল্লেখযোগ্য। 'প্যারীচাঁদ : সঙ্গীতচিন্তা ও গীতাঙ্কুর' প্রবন্ধে (২৩:২) আমি একটি অনালোচিত প্রসঙ্গ বিবেচনা করেছি। 'নজরুলের নায়ক নায়িকা' (২৫:১) প্রবন্ধে রফিকুল ইসলাম উপস্থাপন করেছেন আর একটি অনালোচিত প্রসঙ্গ। মীর মোশাররফ হোসেন সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা উপস্থাপন করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। তাঁর প্রবন্ধের নাম : 'সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মোশাররফ হোসেন' (২৫:১)। 'বাংলায় অনূদিত নাটক' (১৭৯৫–১৯০৭) সমূহের বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা দক্ষতার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন গোলাম মুরশিদ (২৪:২)। 'জীবনানন্দ চর্চা'র একটি তথ্যবহুল ও সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (২৫:১)। 'নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন মাহবুবা সিদ্দিকী। 'সাময়িক পত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত' শীর্ষক গ্রন্থে (২৪:১ ও ২৪:২) আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি।

ছন্দ বিষয়ে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের একটি আমার লেখা 'মধুসূদনের কবিতার ছন্দ' (২২:১)। অন্য দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন আবদুল কাদির : 'হ্যালহেডের ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ' (২২:২) ও 'বাংলা ছন্দের বিবর্তন' (২৪:১)।

ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ৬টি প্রবন্ধ ও ১টি গ্রন্থ সাহিত্য পত্রিকার এ পর্যায়ে প্রকা-শিত হয়েছে। ২২:১ সংখ্যায় আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ লিখেছেন 'বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ'; ঐ সংখ্যাতেই রফিকুল ইসলাম লিখেছেন 'উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ'। কাজী দীন মুহম্মদের প্রবন্ধের নাম 'আধুনিক ভাষা-তত্ত্ব' (২৩:১)। হুমায়ূন আজাদ লিখেছেন 'রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ' (২৩:১) শীর্ষক গ্রন্থ। অনিমেষকান্তি পাল লিখেছেন 'সাঁওতালী ভাষায় ক্রিয়াসূজক' (২৪:১) এবং মনিরুজ্জামানের প্রবন্ধের নাম : 'কুমিল্লার উপভাষায় ব্যক্তিসর্বনামরূপের ধ্বনিগঠন ও রূপমূলসমস্যার বিকল্পতত্ত্ব' (২৫:১)। ভাষাতত্ত্ববিষয়ক এই আলোচনাসমূহ এই বিদ্যার নানামাত্রিক গুরুত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রে আমিনুল ইসলামের 'সম-কালীন দর্শন ও ভাষা বিশ্লেষণ' প্রবন্ধটিও (২৩:২) উল্লেখ করা যায়।

বাউল প্রসঙ্গে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন এস. এম. লুৎফর রহমান (বাউল মতবাদের পটভূমি ।। ২৩:১) ও রাহুল পিটার দাস (লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্ম সম্প্রদায়ে ।। ২৫:১)।

মুস্তাফা মাসুদের 'যশোর জেলার লোকসাহিত্য : ছড়া' (২৩:১) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংকলন।

উপজাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন আলি নওয়াজ (গারো উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতি ।। ২৪:১)। অন্যদিকে 'জাতকের অবদান' (২৩:১) আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া।

পঁচিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আশুতোষ ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে রচিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ।

নবপর্যায়ে গ্রন্থসমালোচনামূলক ৭টি প্রবন্ধ লিখেছেন মুহম্মদ এনামুল হক (২২:১), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (২২:২), নীলিমা ইব্রাহিম (২৩:১ ও ২৪:১), মনসুর মুসা (২৩:১), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২৩:২) ও রফিকুল ইসলাম (২৪:২)।

নবপর্যায়ের প্রবন্ধাদি প্রসঙ্গে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য পরিচয় প্রদান। সমালোচনার দায় ও দায়িত্ব আমার নয়।

সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পঁচিশ বৎসর পূর্তির এই ক্ষণে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি এবং প্রার্থনা করি সাহিত্য পত্রিকার যাত্রা অব্যাহত হোক; গবেষণার শ্রমসাধ্য পথে সত্যানুসন্ধান নিষ্কম্প্র হোক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার সূচী ও লেখক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪-১৩৮৯

ক. বিভিন্ন সংখ্যার সূচী

সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল হাই [প্রথম-দ্বাদশ বর্ষ : ১৩৬৪-১৩৭৫]

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৬৪

বৌদ্ধ গানের ভাষা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ১-৪
বাংলার ব্যঞ্জন ধ্বনি : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ৫-৩২
বাংলা অভিধান : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ॥ ৩৩-৩৭
পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল : কাজী দীন মুহম্মদ ॥ ৩৮-৬৭
ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি : আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ ৬৮-৭৬
বিদ্যাসুন্দরের কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান : আহমদ শরীফ ॥ ৭৭-১৩৫
রূপপ্রতীকের ধারা : অজিতকুমার গুহ ॥ ১৩৬-৪২
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত) : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ॥ ১৪৩-৪৭
গ্রন্থ-পরিচয় (দিশারী : তালিম হোসেন) : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ১৪৮-৫৪

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৬৪

বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান গুলে বকাওলী : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ১-১৬
কানুপার কাল নির্ণয় : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ১৭-২০
বাংলার ব্যঞ্জন ধ্বনি : মুহম্মদ আবদুল হাই : ২১-৫৫
আলাউল বিরচিত 'তোহ্ফা' : আহমদ শরীফ ॥ ৫৬-১৯৬
গ্রন্থ-পরিচয় : (লায়লী মজনু) আনিসুজ্জামান ॥ ১৯৭-২০২

দ্বিতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৬৫

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ১-২৮
বসন্তকুমারী নাটক : মীর মশাররফ হোসেন : মুনীর চৌধুরী ॥ ২৯-৩৯
'সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ : আনিসুজ্জামান ॥ ৪১-৯২
বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ৯৩-৯৬
হারামণি-লালন শাহ্ ফকীরের গান : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ॥ ৯৭-১৯৮
গ্রন্থ-পরিচয় (সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী) : আহমদ শরীফ ॥ ১৯৯-২১৪

দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৬৫

বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ১-৫০
উনিশ শতকের সাহিত্য পত্র ও মুসলিম মানস : কাজী আবদুল মান্নান ॥ ৫১-৮৮
সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য : আনিসুজ্জামান ॥ ৮৯-১২৮
বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ১২৯-৩০৮
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের কথা) : আহমদ শরীফ ॥ ৩০৯-১৬

তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৬৬

ধ্বনিগুণ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ১-২৪
শেখ ফজলুল করিম ও তাঁর রচনা : আনিসুজ্জামান ।। ২৫-৬০
বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ৬১-৯৬
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ (মুহম্মদ খান) : আহমদ শরীফ ।। ৯৭-২৩২
গ্রন্থ-পরিচয় (কবি পাগলা কানাই) : মুনীর চৌধুরী ।। ২৩৩-৪২

তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। ১৩৬৬

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ১-২০
জাতীয় আখ্যানকাব্যের ধারায় মুসলমান কবি : কাজী আবদুল মান্নান ।। ২১-৫৬
বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা : মুহাম্মদ সিদ্দিক খান ।। ৫৭-৯৮
উর্দু ইতিহাস সাহিত্য : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ।। ৯৯-১১৮
প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্চা : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ।। ১১৯-৪৪
বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন : মুনীর চৌধুরী ।। ১২৫-২১৪
কাসীদাতুল বুরদাহ : নুরুদ্দীন আহমদ ।। ২১৫-৫২

চতুর্থ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৬৭

বাংলা ধ্বনিপ্রবাহ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ১-৩৬
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য : শিশিরকুমার ঘোষ ।। ৩৭-৭৬
মুসলমান কবিরচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য : কাজী আবদুল মান্নান ।। ৭৭-১১৬
মুসলিম কবির পদ সাহিত্য : আহমদ শরীফ ।। ১১৭-৩০২
গ্রন্থ-পরিচয় (Nasals and Nasalization in Bengali) : মুনীর চৌধুরী ।। ৩০৩-১৬

চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। শীত ১৩৬৭

বাংলা ধ্বনি প্রবাহ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ১-৫০
মীর-মানস : মুনীর চৌধুরী ।। ৫১-৭৬
মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন : আনিসুজ্জামান ।। ৭৭-১০৬
বিদ্যাপতি বিচার : সতীশচন্দ্র রায় ।। ১০৭-২৫৪
বিদ্যাপতি কাব্যপাঠ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ২৫৫-৩০০
গ্রন্থ-পরিচয় (ভাষা ও সাহিত্য) : মুহম্মদ এনামুল হক ।। ৩০১-৮

পঞ্চম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৬৮

বাক্ প্রত্যঙ্গ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ১-১২
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ।। ১৩-৩৪
রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ : আশুতোষ ভট্টাচার্য ।। ৩৫-৪৪
ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ : সারওয়ার মুরশিদ ।। ৪৫-৬৪
ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ : মুহম্মদ আবদুল হাই ।। ৬৫-৮৮
উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ৮৯-১১২
সিলেটের নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য : সৈয়দ মুর্তজা আলী ।। ১২৩-৫২
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ : মুহাম্মদ সিদ্দিক খান ।। ১৫৩-২৬৮
গ্রন্থ-পরিচয় (হারামণি) : আনিসুজ্জামান ।। ২৬৯-৮০

পঞ্চম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৬৮

বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ১-৩০
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (অ-আ) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ৩১-৬২
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ৬৩-৮৪
পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ ৮৫-১৪৮
গোরক্ষ বিজয়ে কবি ফয়জুল্লাহর ভণিতা : আলী আহমদ ॥ ১৪৯-১৬২
আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ ১৬৩-৩১২
গ্রন্থ-পরিচয় (আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা) : আনিসুজ্জামান ॥ ৩১৩-২২
গ্রন্থ-পরিচয় (উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস) : আবদুল হালীম ॥ ৩২৩-২৪

ষষ্ঠ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৬৯

জায়সী ও আলাওল (স্তুতিখণ্ড) : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১-৩৪
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ৩৫-৬০
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ই-ক) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ৬১-১০৮
ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় : মুনীর চৌধুরী ॥ ১০৯-৭০
হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ : মোহাম্মদ ইদরিস আলী ১৭১-৮৪
পূর্বপাকিস্তানী গদ্য সাহিত্য : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥ ১৮৫-২২০
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর) : আবদুল করিম ॥ ২২১-৩২

ষষ্ঠ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৬৯

জায়সী ও আলাওল (সিংহল দ্বীপ বর্ণনা) : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১-৭১
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (খ-জ) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ৭২-১২৪
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ২৫-৪০
পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর ॥ ১৪১-৫০
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদ : নীলিমা ইব্রাহিম ॥ ১৫১-২০৫
কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য : আহমদ শরীফ॥ ২০৬-১৩
গ্রন্থ-পরিচয় (এ হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক) : কাজী মোতাহার হোসেন ॥ ২১৪-২৪

সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৭০

আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ১-২৬
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ড-ন) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ২৭-৮০
বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ : আবদুল করিম ॥ ৮১-১০২
মধুমালতীর কাহিনী : মমতাজুর রহমান তরফদার ॥ ১০৩-৩২
উদাসীন পথিকের মনের কথা : মুনীর চৌধুরী ॥ ১৩৩-৫৪
জায়সী ও আলাওল (পদ্মাবতী রত্নসেন ভেট খণ্ড) : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১৫৫-২৫২
গ্রন্থ-পরিচয় (মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ) : আনিসুজ্জামান ॥ ২৫৩-৫৮

সপ্তম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৭০

আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব : আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ॥ ১-২৫
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (প-ব) : হরন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ২৬-৮৫
চর্যাপদের ভাষা : সৈয়দ মুর্তজা আলী ॥ ৮৬-১০৬

পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান : আবুল ফজল ॥ ১০৭-১১৪
রসুল বিজয় : আহমদ শরীফ ॥ ১১৫-১৯৭
চর্যাপদের পাঠ আলোচনা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ১৯৮-২০৪
মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র : আনিসুজ্জামান ॥ ২০৫-৫৬
বিবি কুলসুম : মুনীর চৌধুরী ॥ ২৫৭-৬৬

অষ্টম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৭১

ধ্বনি-তরঙ্গ : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ১-২১
মধুমালতী উপাখ্যান : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ২২-৬৬
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ম-র) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ৬৭-১২৬
পালিভাষা ও সাহিত্য : রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া ॥ ১২৭-৫২
মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান : আবদুল করিম ॥ ১৫৩-৭৪
মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান : আহমদ শরীফ ॥ ১৭৫-৭৯
প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস : খোদেজা খাতুন ॥ ১৮০-৯৭
উপন্যাসে কালাপাহাড় : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ॥ ১৯৮-২৭৩
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত) : সৈয়দ মুর্তাজা আলী ॥ ২৭৪-৮১

অষ্টম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৭১

শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জলিখা' : মুহম্মদ এনামুল হক ॥ ১-৫১
বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ ৫২-৬৮
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ল-শ) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ৬৯-৮৬
বাংলা বইয়ের তালিকাগ্রন্থ : জেম্স লঙ ॥ অনুবাদ : আনিসুজ্জামান ॥ ৮৭-১০৫
মহাদেবপ্রসাদ সাহা ॥ ১০৬-২৮
[*Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets :* James Long II 129-250]

নবম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৭২
[ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যা]

পদাবলী-সাহিত্যের ভাষা-বৈচিত্র্য : বিমানবিহারী মজুমদার ॥ ১-২১
কথা : সুকুমার সেন ॥ ২২-২৪
ঢাকাই উপভাষা : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ২৫-৩৮
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোহার প্রভাব : নীলিমা ইব্রাহিম ॥ ৩৯-৫৪
'পদুমাবত' উপাখ্যানের উৎস : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ৫৫-৭২
বাংলা ক্রিয়া-ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ : কাজী দীন মুহম্মদ ॥ ৭৩-১১৪
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (স) : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ১১৫-৪২
মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংকলন : রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া ॥ ১৪৩-৭০
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ১৭১-২১১
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের কথা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) : আহমদ শরীফ ॥ ২১৩-২৩
গ্রন্থ-পরিচয় (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান) : আবদুল করিম ॥ ২২৪-৩৮

নবম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৭২

জায়সী ও আলাওল : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১-৪০
খাদ্যলোভী ফাঁকিবাজ ও তার শাস্তি : মযহারুল ইসলাম ॥ ৪১-৮০
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (হ) ॥ ৮১-১০২
দর্শন ও মনোবিজ্ঞান পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ১০৩-২৪
জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মুনীর চৌধুরী ॥ ১২৫-৭৬
গ্রন্থ-পরিচয় (মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য) : আহমদ শরীফ ॥ ১৭৭-৯৫

দশম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৭৩

জায়সী ও আলাওল (নখ সিখ খণ্ড) : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১-৪০
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ৪১-৬৬
পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ ৬৭-১১৮
উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ॥ ১১৯-৭০
সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া : মুনীর চৌধুরী ॥ ১৭১-২২২
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা) : আনিসুজ্জামান ॥ ২৬৩-৬৮

দশম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৭৩

জায়সী ও আলাওল (শুক খণ্ড) : সৈয়দ আলী আহসান ॥ ১-৫০
একটি লোক কাহিনীর পাঠ-পর্যালোচনা : মযহারুল ইসলাম ॥ ৫১-১০০
একটি প্রশস্তি কবিতা : আহমদ শরীফ ॥ ১০১-১৭
ফেলিক্স কেরী : একটি বৈচিত্র্যময় জীবন : মুহম্মদ সিদ্দিক খান ॥ ১১৭-৭২
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ১৫৩-১৬২
বংস সাহিত্য পরিচিতি : রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া ॥ ১৯৩-২৪৮
গ্রন্থ-পরিচয় (রুমীর মসনবী) : কাজী মোতাহার হোসেন ॥ ২৪৯-৫৪

একাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৭৪

রবীন্দ্র সাহিত্যে রহস্যবাদ : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ১-২০
লালন শাহের জীবন কথা : এস. এম. লুৎফর রহমান ॥ ২১-৮৬
গণজাগরণে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা : পি. আর. বড়ুয়া ॥ ৮৭-১০০
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ১০১-১২৪
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই : মোহাম্মদ আবু জাফর ॥ ১২৫-২২২
গ্রন্থ-পরিচয় : আনোয়ার পাশা ॥ ২২৩-২৩৪

একাদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ শীত ১৩৭৪

বাউল-তত্ত্বের পূর্বাভাষ : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ॥ ১-৩৬
কিফায়েত-উল-মুসলিম রচয়িতা শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ : আবদুল করিম ॥ ৩৭-৫২
বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ : পি. আর. বড়ুয়া ॥ ৫৩-৬৬
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ॥ ৬৭-৯২

শাহ্ শুজার জীবন-সন্ধ্যা : মুহম্মদ সিদ্দিক খান ।। ৯৩-১৬৬
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই : মোহাম্মদ আবু জাফর ।। ১৬৭-২৫২

দ্বাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৭৫

ফোকলোর-সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদ : মযহারুল ইসলাম ।। ১-৩৪
মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখক : কাজী আবদুল মান্নান ।। ৩৫-৭২
ব্যাকরণ বিচিত্রা : আবদুল নঈম ।। ৭৩-৯৬
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ।। ৯৭-১২২
ত্রিপিটকান্তর্গত একখানি পালিগ্রন্থ : রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া ।। ১২৩-১৮৯
মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা : আনোয়ার পাশা ।। ১৯০-২২০
বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই : মোহাম্মদ আবু জাফর ।। ২২১-২৬৮
গ্রন্থ-পরিচয় : আবদুল মওদুদ ।। ২৬৯-২৭৫

দ্বাদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। শীত ১৩৭৫

মনঝন ও মুহম্মদ কবীর : তুলনামূলক সমালোচনা : মমতাজুর রহমান তরফদার ।। ১-২৫
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ : সৈয়দ আকরম হোসেন ।। ২৬-১১৯
বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা : মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ।। ১২০-১৬০
পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সংস্কৃতি চিন্তা : মনিরুজ্জামান ।। ১৬১-২৬২
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই ।। ২৬৩-২৭৫
গ্রন্থ-পরিচয় : আনিসুজ্জামান ।। ২৭৬-২৮০

সম্পাদক : আহমদ শরীফ (ত্রয়োদশ--চতুর্দশ বর্ষ ১৩৭৬-১৩৭৭)

ত্রয়োদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৭৬

ইসলাম প্রচারক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ।। ১-৫২
এ্যারিস্টটলের কাব্য সমালোচনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ।। ৫৩-৭৭
মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ : গোলাম মুরশিদ ।। ৭৮-১১৫
রবীন্দ্রকাব্যে উপমা রূপক ও প্রতীক : আহমদ কবির ।। ১১৬-১৭৭
বাউল গানে বর্যখ শব্দের অর্থ নির্ণয় : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ।। ১৭৮-১৮৯
কালিদাসের অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্ ও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা : মোহাম্মদ আলী শেখ ।। ১৯০-২৩০
গ্রন্থ-পরিচয় : মনসুর মুসা ।। ২৩১-২৩৪

ত্রয়োদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। শীত ১৩৭৬

মশাররফ হোসেনের আমার জীবনী : শামসুজ্জামান খান ।। ১-৪০
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর : ফরিদা প্রধান ।। ৪১-৯২
বাউল শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা : এস. এম. লুৎফর রহমান ।। ৯৩-১৩৭

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা রূপক ও প্রতীক : আহমদ কবির ।। ১৩৮–১৯৩
গেরাসিম লেবেডেফ : এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি [সৈয়দ আকরম হোসেন অনূদিত] ।। ১৯৪–২০২
গ্রন্থ-পরিচয় : আবুল কাসেম ফজলুল হক ।। ২০৩

চতুর্দশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা বর্ষা ১৩৭৭ (প্রেস থেকে বিনষ্ট)

চতুর্দশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। শীত ১৩৭৭

হোমার : মোবাশ্বের আলী ।। ১–৯৩
এক মোঘল ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী : লুৎফন্নেসা হবিবুল্লাহ ।। ৯৪–১১৬
প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগর মানস : গোলাম মুরশিদ ।। ১১৭–৫২
বাংলা সুফী পদাবলী : ওয়াকিল আহমদ ।। ১৫৩–১৮৪
পুস্তক-সমালোচনা : মনসুর মুসা ।। ১৮৫–১৮৯
: আবুল কাসেম ফজলুল হক ।। ১৯০–১৯৮

[পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষ (১৩৭৮-১৩৭৯) সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি]

সম্পাদক : নীলিমা ইব্রাহিম (সপ্তদশ-অষ্টাদশ বর্ষ ১৩৮০-৮১)

সপ্তদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা-১৩৮০

সুফী কবি জালালউদ্দীন রুমী : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ।। ১–১৯
মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গ : জগন্নাথ চক্রবর্তী ।। ২০–৮২
নববাবু বিলাস ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ : সিরাজুল ইসলাম ।। ৮৩–৯৩
বাংলা সনেট : আবদুল কাদির ।। ৯৭–১২৮
নজরুল কাব্যপাঠের ভূমিকা : রফিকুল ইসলাম ।। ১২৯–১৪৪
ঢাকাই রসিকতা : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ১৪৫

সপ্তদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। শীত ১৩৮০

ধাত্রীমাতা : মন্মথ রায় ।। ১–১৪
বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ : সৈয়দ আকরম হোসেন ।। ১৫–৩৩
ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন : সৈয়দ মুর্তজা আলী ।। ৩৪–৪৩
রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক : মাহমুদা খাতুন ।। ৪৪–৬৫
রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ।। ৬৬–৯৬
রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ।। ৯১–১২৭

অষ্টাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৮১

নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার : রফিকুল ইসলাম ।। ১–১৩
রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তাস্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা : আবু জাফর ।। ১৪–২৯
বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা : সমস্যা ও সম্ভাবনা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ৩০–৪৯

মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ৫০-৬৭
মূলধ্বনিতত্ত্ব : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ।। ৬৮-৯৫
ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : মনসুর মুসা ।। ৯৬-১০৮

[ঊনবিংশ-একবিংশ বর্ষ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি]

সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (দ্বাবিংশ-পঞ্চবিংশ বর্ষ ১৩৮৫-৮৯)

দ্বাবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। শীত ১৩৮৫

ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ১-১৮
মধুসূদনের কবিতার ছন্দ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ১৯-৫৩
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা : সৈয়দ আকরম হোসেন ।। ৫৪-৬৪
বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ।। ৬৫-৮২
উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ : রফিকুল ইসলাম ।। ৮৩-৯৬
কাজী হায়াৎ মামুদ বিরচিত হিতজ্ঞান বাণী : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ।। ৯৭-১২৮
ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ : আহমদ শরীফ ।। ১২৯-১৯৩
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা) : মুহম্মদ এনামুল হক ।। ১৯৪

দ্বাবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৮৬

শেখ জাহেদ প্রণীত আদ্য-পরিচয় : মুহম্মদ এনামুল হক ।। ১-১০৮
হালহেডের ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ : আবদুল কাদির ।। ১০৯-১১৬
আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আদি পর্ব : জন ভিক্টর বোল্টন ।। ১১৭-১৩৩
রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত রূপান্তর : সন্‌জীদা খাতুন ।। ১৩৪-১৫৭
গ্রন্থ-পরিচয় (কাব্যনির্মাণকলা আরিস্টট্‌ল) : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ১৫৮-১৬

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ।। শীত ১৩৮৬

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব : কাজী দীন মুহম্মদ ।। ১-২৫
বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা : আবদুল কাদির ।। ২৬-৪২
প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় জাতকের অবদান : রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া ।। ৪৩-৫১
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ : সৈয়দ আকরম হোসেন ।। ৫২-৭২
নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর : মাহবুবা সিদ্দিকী ।। ৭৩-৮৭
প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজচিন্তা : সিদ্দিকুর রহমান ।। ৮৮-১২৭
বাউল মতবাদের পটভূমি : এস. এম. লুৎফর রহমান ।। ১২৮-১৫৩
যশোর জেলার লোকসাহিত্য : ছড়া : মুস্তাফা মাসুদ ।। ১৫৪-২০৯
গ্রন্থ-পরিচয় (শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার কবি ভারতচন্দ্র) : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ২১০-২১৪
গ্রন্থ-পরিচয় (সুদানের ভাষা জরিপ) : মনসুর মুসা ।। ২১৫-২১৯

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ।। বর্ষা ১৩৮৭

কবিতার কথা : সৈয়দ আলী আহসান ।। ১-১৩
সমকালীন দর্শন ও ভাষাবিশ্লেষণ : আমিনুল ইসলাম ।। ১৪-২২
রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ : হুমায়ুন আজাদ ।। ২৩-১৯৬

প্যারীচাঁদ : সঙ্গীতচিন্তা ও গীতাঙ্কুর : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ১৯৭-২২৭
গ্রন্থ-পরিচয় (দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ) : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ।। ২২৮-২৩০

চতুর্বিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ শীত ১৩৮৭

বাঙলা ছন্দের বিবর্তন : আবদুল কাদির ।। ১—২২
বাংলাদেশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ : আজীজুল হক ।। ২৩-৩৫
সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য-সাধনা : রবীন্দ্রালোচনা : মুহম্মদ মজিরউদ্দিন ।। ৩৬-৪৯
সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া-সৃজক : অনিমেষকান্তি পাল ।। ৫০-৫৯
গারো উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতি : আলি নওয়াজ ।। ৬০-৬৮
সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ৬৯-২২৬
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যে প্যারডি, মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য) : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ২২৭-২৩১

চতুর্বিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ বর্ষা ১৩৮৮

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য : আহমদ শরীফ ।। ১-৪
বাংলায় অনূদিত নাটক (১৭৯৫-১৯০৭) : গোলাম মুরশিদ ।। ৫-৬২
সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। ৬৩-২১৯
গ্রন্থ-পরিচয় (বেঙ্গলি লিটারেচার) : রফিকুল ইসলাম ।। ২২০-২২২

পঞ্চবিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ॥ শীত ১৩৮৮
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা)

সন্দেশ-রাসক (আবদুর রহমান বিরচিত) : সৈয়দ আলী আহসান ।। ১-২৬
রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ী : নীলিমা ইব্রাহিম ।। ২৭-৪৯
নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ : আহমদ শরীফ ।। ৫০-৫৩
সৈয়দ সুলতান : জন্মস্থান এবং সময় : মযহারুল ইসলাম ।। ৫৪-৬৪
নজরুলের নায়ক-নায়িকা : রফিকুল ইসলাম ।। ৬৫-৮৬
সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মোশাররফ হোসেন : মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ।। ৮৭-১২৭
মৃগাবতী : পুথিপরিচিতি : মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ।। ১২৮-১৩৯
জীবনানন্দ-চর্চা : আবদুল মান্নান সৈয়দ ।। ১৪০-১৭৪
কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তিসর্বনামরূপের ধ্বনিগঠন ও রূপমূল-সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব : মনিরুজ্জামান ।। ১৭৫-১৮১
লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্মসম্প্রদায়ে : রাহুল পিটার দাস ।। ১৮২-১৮৪

স্মৃতিকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন : আশুতোষ ভট্টাচার্য ।। ১৮৫-১৯৬

সঙ্কলন

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহার ‘মুখবন্ধ’ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।। ১৯৭-২১২
জয়দেব ও গীতগোবিন্দ : সুশীলকুমার দে ।। ২১৩-২২৪

প্রাচীন ভারতে রাজ-কোষবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা : রাধাগোবিন্দ বসাক ॥ ২২৫-২৩২
রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য : মনোমোহন ঘোষ ॥ ২৩৩-২৪০
বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ॥ ২৪১-২৪৪
ঢাকাই উপভাষা : মুহম্মদ আবদুল হাই ॥ ২৪৫-২৫৫
মাইকেল ও শেক্সপীয়র : মুনীর চৌধুরী ॥ ২৫৬-২৬৯

ইতিহাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ ২৭০-৩৭৩

খ. লেখক-নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অজিতকুমার গুহ

রূপপ্রতীকের ধারা ॥ বর্ষা ১৩৬৪

অনিমেষকান্তি পাল

সাঁওতালী ভাষার ক্রিয়া-সৃজক ॥ শীত ১৩৮৭

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ॥ শীত ১৩৮০

আজীজুল হক

বাংলাদেশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ ॥ শীত ১৩৮৭

আনিসুজ্জামান

গ্রন্থ-পরিচয় (আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা : কাজী আবদুল মান্নান) ॥ শীত ১৩৬৮
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ : মুহম্মদ সিদ্দিক খান ॥ বর্ষা ১৩৭৩
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের কথা—১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) ॥ শীত ১৩৭৫
গ্রন্থ-পরিচয় (মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ : আহমদ শরীফ সম্পাদিত) ॥ বর্ষা ১৩৭০
গ্রন্থ-পরিচয় (লাইলী মজনু : আহমদ শরীফ সম্পাদিত) ॥ শীত ১৩৬৪
গ্রন্থ-পরিচয় (হারামণি : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত) ॥ শীত ১৩৬৪
বাংলা বইয়ের তালিকা গ্রন্থ ॥ শীত ১৩৭১
মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ॥ শীত ১৩৭০
মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দিন ॥ শীত ১৩৬৭
শেখ ফজলুল করিম ও তাঁর রচনা ॥ বর্ষা ১৩৬৬
শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্ ॥ বর্ষা ১৩৬৫
সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য ॥ শীত ১৩৬৫

আনোয়ার পাশা

গ্রন্থ-পরিচয় (*The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengali* [upto 1857 A. D.], Dr. Kazi Abdul Mannan) ॥ বর্ষা ১৩৭৪
মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দু মেলা ॥ বর্ষা ১৩৭৫

আবদুল করিম

কিফায়েত-উল-মুসলিম রচয়িতা শেখ মুত্তালিবের সময় নিরূপণ ।। শীত ১৩৭৪
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : সুখময় মুখোপাধ্যায় ।। বর্ষা ১৩৬৯
গ্রন্থ-পরিচয় (মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান) ।। বর্ষা ১৩৭২
বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ ।। বর্ষা ১৩৭০
মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান ।। বর্ষা ১৩৭১

আবদুল কাদির

বাংলা ছন্দের বিবর্তন ।। শীত ১৩৮৭
বাংলা সনেট ।। বর্ষা ১৩৮০
বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ।। শীত ১৩৮৬
হ্যালহ্যাডের ব্যাকরণে ছন্দঃপ্রকরণ ।। বর্ষা ১৩৮৬

আবদুল নঈম

ব্যাকরণ বিচিত্রা ।। বর্ষা ১৩৭৫

আবদুল মওদুদ

গ্রন্থ-পরিচয় (নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় : সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত) ।। বর্ষা ১৩৭৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

জীবনানন্দ-চর্চা ।। শীত ১৩৮৮

আবদুল হালিম

গ্রন্থ-পরিচয় (উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল) ।। শীত ১৩৬৮

আবু জাফর

রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের মাত্রা ।। বর্ষা ১৩৮১

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। বর্ষা ১৩৬৮
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। শীত ১৩৬৮
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। বর্ষা ১৩৬৯
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। শীত ১৩৬৯
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। বর্ষা ১৩৭০
আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব ।। শীত ১৩৭০
উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য ।। শীত ১৩৬৬
বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান গুলে বকাওলী ।। শীত ১৩৬৪

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

উপন্যাসে কালাপাহাড় ।। বর্ষা ১৩৭১
উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য ।। বর্ষা ১৩৭৩

বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ।। শীত ১৩৮৫
মূলধ্বনিতত্ত্ব ।। বর্ষা ১৩৮১
রূপান্তরমূলক বাংলা ব্যাকরণ ।। শীত ১৩৮০
গ্রন্থ-পরিচয় (দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ : সাইয়েদ আবদুল হাই) ।। বর্ষা ১৩৮৭

আবুল কাসেম ফজলুল হক

গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যান : ওয়াকিল আহমদ) ।। শীত ১৩৭৭
গ্রন্থ-পরিচয় (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর : আবদুল মওদুদ) ।। শীত ১৩৭৬

আবুল ফজল

পূর্ব পাকিস্তানের শব্দ সম্ভার ও তার অভিধান ।। শীত ১৩৭০

আমিনুল ইসলাম

সমকালীন দর্শন ও ভাষাবিশ্লেষণ ।। বর্ষা ১৩৮৭

আলী আহমদ

গোরক্ষবিজয়ে কবি ফয়জুল্লাহ্‌র ভণিতা ।। শীত ১৩৬৮

আলি নওয়াজ

গারো উপজাতি ও তাদের সংস্কৃতি ।। শীত ১৩৮৭

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি ।। বর্ষা ১৩৬৪
রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহ ।। বর্ষা ১৩৬৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন ।। শীত ১৩৮৮

আহমদ শরীফ

আলাউল বিরচিত তোহ্‌ফা ।। শীত ১৩৬৪
একটি প্রশস্তি কবিতা ।। শীত ১৩৭৩
কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য ।। শীত ১৩৬৯
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের কথা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌) ।। বর্ষা ১৩৭২
গ্রন্থ-পরিচয় (মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান) ।। শীত ১৩৭২
গ্রন্থ-পরিচয় (সতী ময়না লোরচন্দ্রানী : সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত) ।। বর্ষা ১৩৬৫
নাথপন্থ-সহজপন্থ-বাউলপন্থ ।। শীত ১৩৮৮
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৮৮
বিদ্যাসুন্দরের কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান ।। বর্ষা ১৩৬৪
ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ ।। শীত ১৩৮৫
মুসলিম কবির পদ সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৬৭
মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান ।। বর্ষা ১৩৭১
রসুল বিজয় (জয়েন উদ্দীন) ।। শীত ১৩৭০
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ (মুহম্মদ খান) ।। বর্ষা ১৩৬৬

এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি

গেরাসিম লেবেডেফ [অনুবাদ : সৈয়দ আকরম হোসেন] ।। শীত ১৩৭৬

এস. এম. লুৎফর রহমান

বাউল মতবাদের পটভূমি ।। শীত ১৩৮৬
বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা ।। শীত ১৩৭৩
লালন শাহের জীবনকথা ।। বর্ষা ১৩৭৪

ওয়াকিল আহমদ

বাংলা সুফী পদাবলী ।। শীত ১৩৭৭

কাজী আবদুল মান্নান

উনবিংশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস ।। শীত ১৩৬৫
জাতীয় আখ্যান কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ।। শীত ১৩৬৬
মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ববর্তী মুসলমান গদ্য লেখক ।। বর্ষা ১৩৭৫
মুসলমান কবি রচিত জাতীয় আখ্যান কাব্য ।। বর্ষা ১৩৬৭

কাজী দীন মুহম্মদ

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ।। শীত ১৩৮৬
পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল ।। বর্ষা ১৩৬৪
বাংলা ক্রিয়া ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ ।। বর্ষা ১৩৭২
গ্রন্থ-পরিচয় (এ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক : এ. হালিম) ।। শীত ১৩৬৯
গ্রন্থ-পরিচয় (রুমীর মসনভী : মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত) ।। শীত ১৩৭৩

খোদেজা খাতুন

প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস ।। বর্ষা ১৩৭১

গোলাম মুরশিদ

প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগর মানস ।। শীত ১৩৭৭
বাংলায় অনূদিত নাটক (১৭৯৫-১৯০৭) ।। বর্ষা ১৩৮৮
মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ।। বর্ষা ১৩৭৬

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-চর্চা ।। শীত ১৩৬৬

জন ভিক্টর বোল্টন

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : আদিপর্ব ।। বর্ষা ১৩৮৬

জেম্‌স লঙ্‌

Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets ।। শীত ১৩৭১

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্তম সর্গ ।। বর্ষা ১৩৮০

নীলিমা ইব্রাহিম

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদ ।। শীত ১৩৬৯
ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন ও নজরুল-মানস ।। শীত ১৩৮৫
ঢাকাই রসিকতা ।। বর্ষা ১৩৮০
মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণী চরিত্র ।। বর্ষা ১৩৮১
রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ী ।। শীত ১৩৮৮
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যে বৌদ্ধগান ও দোঁহার প্রভাব ।। বর্ষা ১৩৭২
গ্রন্থ-পরিচয় (শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার, কবি ভারতচন্দ্র) ।। শীত ১৩৮৬
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যে প্যারডি ।। মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য) ।। শীত ১৩৮৭

নুরুদ্দীন আহমদ

কাসীদাতুল বুরদাহ্ ।। শীত ১৩৬৬

পি. আর. বড়ুয়া

গণজাগরণে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা ।। বর্ষা ১৩৭৪
বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ ।। শীত ১৩৭৪

ফরিদা প্রধান

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ।। শীত ১৩৭৬

বিমানবিহারী মজুমদার

পদাবলী সাহিত্যের ভাষা বৈচিত্র্য ।। বর্ষা ১৩৭২

মনসুর মুসা

গ্রন্থ-পরিচয় (নজরুল নির্দেশিকা : রফিকুল ইসলাম) ।। বর্ষা ১৩৭৬
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি : মমতাজুর রহমান তরফদার) ।। শীত ১৩৭৭
ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ।। বর্ষা ১৩৮১
গ্রন্থ-পরিচয় (সুদানের ভাষা জরিপ ।। দি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভে অব সুদান : বুঅর্ন জার্মুড) ।। শীত ১৩৮৬

মনিরুজ্জামান

কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তিসর্বনামরূপের ধ্বনিগঠন ও রূপমূল সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব ।। শীত ১৩৮৮
পূর্বপাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সংস্কৃতিচিন্তা ।। শীত ১৩৭৫

মন্মথ রায়

ধাত্রীমাতা ।। শীত ১৩৮০

মমতাজুর রহমান তরফদার

মধুমালতীর কাহিনী ॥ বর্ষা ১৩৭০
মনঝন ও মুহম্মদ কবীর : তুলনামূলক সমালোচনা ॥ শীত ১৩৭৫

মযহারুল ইসলাম

একটি লোক-কাহিনীর পাঠ পর্যালোচনা ॥ শীত ১৩৭৩
খাদ্যলোভী ফাঁকিবাজ ও তার শাস্তি ॥ শীত ১৩৭২
ফোকলোর সম্পর্কিত একটি প্রচলিত মতবাদ ॥ বর্ষা ১৩৭৫
সৈয়দ সুলতান : জন্মস্থান এবং সময় ॥ শীত ১৩৮৮

মাহবুবা সিদ্দিকী

নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর ॥ শীত ১৩৮৬

মাহমুদা খাতুন

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক ॥ শীত ১৩৮০

মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী

বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ॥ শীত ১৩৭৫

মুনীর চৌধুরী

উদাসীন পথিকের মনের কথা ॥ বর্ষা ১৩৭০
গ্রন্থ-পরিচয় (কবি পাগলা কানাই : মযহারুল ইসলাম) ॥ বর্ষা ১৩৬৬
গ্রন্থ-পরিচয় (*Nasals and Nasalization in Bengali*) ॥ বর্ষা ১৩৬৭
জাঁ রাসিন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥ শীত ১৩৭২
ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় ॥ বর্ষা ১৩৬৯
বসন্তকুমারী নাটক : মীর মশাররফ হোসেন ॥ শীত ১৩৬৬
বিবি কুলসুম ॥ শীত ১৩৭০
মীর-মানস ॥ শীত ১৩৬৭
সরোজিনী ও ইফিজেনিয়া ॥ বর্ষা ১৩৭৩

মুস্তাফা মাসুদ

যশোর জেলার লোকসাহিত্য : ছড়া ॥ শীত ১৩৮৬

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

ইসলাম প্রচারক ॥ বর্ষা ১৩৭৬

মুহম্মদ আবদুল হাই

গ্রন্থ-পরিচয় (দিশারী : তালিম হোসেন) ॥ বর্ষা ১৩৬৪
ঢাকাই উপভাষা ॥ বর্ষা ১৩৭২
ধ্বনিগুণ ॥ বর্ষা ১৩৬৬

ধ্বনি-তরঙ্গ ।। বর্ষা ১৩৭১
বাক্-প্রত্যঙ্গ ।। বর্ষা ১৩৬৮
বাংলা ধ্বনিপ্রবাহ ।। বর্ষা ১৩৬৭
বাংলা ধ্বনিপ্রবাহ ।। শীত ১৩৬৭
বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা ।। শীত ১৩৬৮
বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ।। শীত ১৩৬৬
বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার ।। শীত ১৩৬৫
বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ।। বর্ষা ১৩৬৪
বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি ।। শীত ১৩৬৪
বিদ্যাপতি-কাব্যপাঠ ।। শীত ১৩৬৭
ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ।। বর্ষা ১৩৬৮

মুহম্মদ এনামুল হক

শেখ জাহেদ প্রণীত আদ্য-পরিচয় [ভূমিকা ও সম্পাদনা] ।। বর্ষা ১৩৮৬
গ্রন্থ-পরিচয় (ভাষা ও সাহিত্য : মুহম্মদ আবদুল হাই) ।। শীত ১৩৬৭
গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ।। শীত ১৩৮৫

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত হিতজ্ঞানবাণী [সম্পাদনা] ।। শীত ১৩৮৫
হারামণি—লালন শাহ ফকিরের গান ।। বর্ষা ১৩৬৫

মোবাশ্বের আলী

হোমার ।। শীত ১৩৭৭

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

কানুপার কালনির্ণয় ।। শীত ১৩৬৪
চর্যাপদের পাঠ আলোচনা ।। শীত ১৩৭০
বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ।। শীত ১৩৬৫
বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী প্রভাব ।। বর্ষা ১৩৬৫
বৌদ্ধগানের ভাষা ।। বর্ষা ১৩৬৪

মুহম্মদ মজিরউদ্দিন

সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য-সাধনা : রবীন্দ্রালোচনা ।। শীত ১৩৮৭

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

ফেলিক্স কেরী : একটি বৈচিত্র্যময় জীবন ।। শীত ১৩৭৩
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ ।। বর্ষা ১৩৬৮
বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ।। শীত ১৩৬৬
শাহ্ শুজার জীবনসন্ধ্যা ।। শীত ১৩৭৪

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

মৃগাবতী : পুথিপরিচিতি ।। শীত ১৩৮৮

মোহাম্মদ আবু জাফর

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই ।। বর্ষা ১৩৭৪
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই ।। শীত ১৩৭৪
বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে মুসলমান রচিত বাংলা বই ।। বর্ষা ১৩৭৫

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মোশাররফ হোসেন ।। বর্ষা ১৩৮৮

মোহাম্মদ আলী শেখ

কালিদাসের অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্ ও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ।। বর্ষা ১৩৭৬

মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী

হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ ।। বর্ষা ১৩৬৯

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আধুনিক কাহিনী-কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ।। শীত ১৩৬৮
উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ ।। বর্ষা ১৩৬৮
প্যারীচাঁদ : সঙ্গীতচিন্তা ও গীতাঙ্কুর ।। বর্ষা ১৩৮৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস ।। শীত ১৩৮৮
বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা : সমস্যা ও সম্ভাবনা ।। বর্ষা ১৩৮১
বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ।। বর্ষা ১৩৬৬
বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা কবিতা ।। শীত ১৩৭১
মধুসূদনের কবিতার ছন্দ ।। শীত ১৩৮৫
সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত ।। শীত ১৩৮৭
সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা : সওগাত ।। বর্ষা ১৩৮৮
গ্রন্থ-পরিচয় (কাব্য নির্মাণকলা আরিস্টটল : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত) ।। বর্ষা ১৩৮৬

রফিকুল ইসলাম

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ ।। শীত ১৩৮৫
নজরুল কাব্য পাঠের ভূমিকা ।। বর্ষা ১৩৮০
নজরুলের নায়ক-নায়িকা ।। শীত ১৩৮৮
নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার ।। বর্ষা ১৩৮১
গ্রন্থ-পরিচয় (বেঙ্গলি লিটারেচার) ।। বর্ষা ১৩৮৮

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর

পদাবলী সাহিত্যে প্রেমের স্বরূপ ।। শীত ১৩৬৯

রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া

ত্রিপিটকান্তর্গত একখানি পালিগ্রন্থ ।। বর্ষা ১৩৭৫
পালি ভাষা ও সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৭১
প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় জাতকের অবদান ।। শীত ১৩৮৬

বংস সাহিত্য পরিচিতি ।। শীত ১৩৭৩
মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা সংকলন ।। বর্ষা ১৩৭২

রাহুল পিটার দাস

লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্মসম্প্রদায়ে ।। শীত ১৩৮৮

লুৎফন্নেসা হাবিবুল্লাহ

এক মোগল ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী ।। শীত ১৩৭৭

শামসুজ্জামান খান

মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী' ।। শীত ১৩৭৬

শিশিরকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য ।। বর্ষা ১৩৬৭

সতীশচন্দ্র রায়

বিদ্যাপতি বিচার ।। শীত ১৩৬৭

সাইয়েদ আবদুল হাই

দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (A-An) ।। বর্ষা ১৩৭২
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (An-Az) ।। শীত ১৩৭২
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (B-Co) ।। বর্ষা ১৩৭৩
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (Co-Da) ।। শীত ১৩৭৩
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (Da-Dy) ।। বর্ষা ১৩৭৪
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (Ea-Ey) ।। শীত ১৩৭৪
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (Fa-He) ।। বর্ষা ১৩৭৫
দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ (He-Hy) ।। শীত ১৩৭৫

সন্‌জীদা খাতুন

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গীত রূপান্তর ।। বর্ষা ১৩৮৬

সারওয়ার মুরশিদ

ইয়েটস্‌ ও রবীন্দ্রনাথ ।। বর্ষা ১৩৬৮

সিদ্দিকুর রহমান

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমাজচিন্তা ।। শীত ১৩৮৬

সিরাজুল ইসলাম

নববাবু বিলাস ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ ।। বর্ষা ১৩৮০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৬৯

সুকুমার সেন

কথা ।। বর্ষা ১৩৭২

সৈয়দ আকরম হোসেন

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ ।। শীত ১৩৭৫
অনুবাদ : এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি-কৃত গেরাসিম লেবেডেফ ।। শীত ১৩৭৬
বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ ।। শীত ১৩৮০
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা ।। শীত ১৩৮৫
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ ।। শীত ১৩৮৬

সৈয়দ আলী আহসান

কবিতার কথা ।। বর্ষা ১৩৮৭
পদুমাবত উপাখ্যানের উৎস ।। বর্ষা ১৩৭২
মধুমালতী উপাখ্যান ।। বর্ষা ১৩৭১
জায়সী ও আলাওল (কয়েকটি অধ্যায়ের তুলনা) ।। শীত ১৩৭২
জায়সী ও আলাওল (নখশিখ খণ্ড) ।। বর্ষা ১৩৭৩
জায়সী ও আলাওল (পদ্মাবতী রত্নসেন ভেট খণ্ড) ।। বর্ষা ১৩৭০
জায়সী ও আলাওল (শুক খণ্ড) ।। শীত ১৩৭৩
জায়সী ও আলাওল (সিংহল দ্বীপ খণ্ড) ।। শীত ১৩৬৯
জায়সী ও আলাওল (স্তুতিখণ্ড) ।। বর্ষা ১৩৬৯
সন্দেশ-রাসক (ভূমিকা, সম্পাদনা ও অনুবাদ) ।। শীত ১৩৮৮

সৈয়দ মুর্তজা আলী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকাই নাট্য আন্দোলন ।। শীত ১৩৮০
চর্যাপদের ভাষা ।। শীত ১৩৭০
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) ।। বর্ষা ১৩৭১
সিলেটের নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৬৮

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

গ্রন্থ-পরিচয় (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান) ।। বর্ষা ১৩৬৪
বাংলা অভিধান ।। বর্ষা ১৩৬৪

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (অ-আ) ।। শীত ১৩৬৮
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ই-ক) ।। বর্ষা ১৩৬৯
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (খ-জ) ।। শীত ১৩৬৯
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ড-ন) ।। বর্ষা ১৩৭০
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (প-ব) ।। শীত ১৩৭০
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ম-র) ।। বর্ষা ১৩৭১
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (ল-শ) ।। শীত ১৩৭২
বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (স) ।। বর্ষা ১৩৭২

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন (হ) ।। শীত ১৩৭২
বাউল গানে বর্জখ শব্দ ।। বর্ষা ১৩৭৬
বাউলতত্ত্বের পূর্বাভাষ ।। শীত ১৩৭৪
সুফী কবি জালালউদ্দীন রুমী ।। বর্ষা ১৩৮০

হাসান হাফিজুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য ।। শীত ১৩৬৮
পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য ।। বর্ষা ১৩৭১

হুমায়ূন আজাদ

রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ।। বর্ষা ১৩৮৭